Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

৪১ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, সোমবার, ১৭ ভাদ্র, ১৪২৫

জেলা জুড়ে খাদ্য আন্দোলনের শহিদ স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ আগস্ট : মেমারি-১ পশ্চিম ব্লক কৃষকসভার ডাকে ৩১ আগস্ট শহিদ দিবস ও খাদ্য আন্দোলন উপলক্ষে সারা রাজ্যের সাথে মেমারির রসুলপুর বাজারে জনসভা হল। শহিদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে জনসভা শুরু হয়। মাল্যদান করেন পশ্চিম এরিয়া কমিটির কৃষকসভার সভাপতি ভবানী ব্যানার্জী, রাজ্য কৃষকসভার সম্পাদক অমল হালদার ও অন্যান্য নেতৃবন্দ। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বপন সেনগুপ্ত। জনসভায় বক্তব্য রাখেন কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার। তিনি বলেন, ৩১ আগস্ট দিনটিকে গণ-আন্দোলনের শহিদ দিবস হিসাবে পালন করে বামফ্রন্ট। এক মুঠো ভাতের জন্য কলকাতার রাজপথে মিছিল করেছিল বামপন্থীরা খাদ্যের দাবিতে। সেই মিছিলে রাজ্য সরকারের নির্দেশে পুলিশ লাঠি পেটা করে ৮০ জন গরিব মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছিল। হালদার আরও বলেন, তৃণমূল সরকার ৭ বছরে একটা কারখানাও করেনি। যে কারখানাগুলো চলছে সেগুলো বন্ধের মুখে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। চাল ও সব্জির দাম যে হারে বাড়ছে তাতে আবার খাদ্য আন্দোলনের দাবিতে সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে হবে। গোটা ভারতে আজ কৃষিতে সংকট। কৃষি অলাভজনক হয়ে পড়ছে। কৃষক উৎপন্ন ফসলের দাম পাচ্ছে না। প্রতি চাষের শেষে ঋণ বেড়ে

—এরপর চারের পাতায়

যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে মিছিল ও সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ১ সেপ্টেম্বর : প্রতি বছরের মতো এবারও ১ সেপ্টেম্বর যুদ্ধবিরোধী-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস উদ্‌যাপন কমিটির পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে সামিল হলেন দুই বর্ধমান জেলার মানুষ। বর্ধমান শহরের কার্জন গেটে 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির স্বপক্ষে গান, আবৃত্তি ও কবিতায় শামিল হলেন বর্ধমানের লেখক শিল্পী কলাকুশলীরা। অপরদিকে দুর্গাপুরের আশিষ মার্কেট থেকে বিকালে মহামিছিল শুরু হয়। মিছিল শুরুর আগে মোদি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে এবং সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষার স্বার্থে শান্তির স্বপক্ষে আন্দোলনকে জোরদার করার আহ্বান জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক ও সি.আই.টি.ইউ-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ওবি-কনভেনর বিশ্বরূপ ব্যানার্জী।

মহামিছিল ইস্পাতনগরীর এ-জোন ও বি-জোনের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে নিউটন পূজা ময়দানে শেষ হয়। মিছিল শেষে শপথবাক্য পাঠ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়, সুবীর সেনগুপ্ত, অমির হায়দার, কাজল চ্যাটার্জী, স্বপন ব্যানার্জী, মলয় ভট্টাচার্য সহ গণ-আন্দোলনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

খেতমজুরদের কনভেনশনে দিল্লি অভিযান সফল করার ডাক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৭ আগস্ট : খেত মজদুরদের মজুরি বৃদ্ধি, সারা বছর কাজ, সবার জন্য স্বাস্থ্যের দাবি এবং সামাজিক সুরক্ষা সহ ১৫ দফা দাবিতে ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লির সমাবেশ সফল করার ডাক দিলেন সেখ সাইদুল হক। সারাভারত খেতমজুর ইউনিয়নের পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির উদ্যোগে পূর্বস্থলী ১নং ব্লকের জাহাননগর কুমার নন্দ উচ্চবিদ্যালয়ে সভা হলে এক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। কনভেনশনে খেতমজুর আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক সেখ সাইদুল হক বলেন, কর্মক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা সহ খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি সর্বত্র চালু করা এবং তাদের জীবন জীবিকার স্বার্থে কাজের দাবি করা হয়েছে। তাঁরা সারা বছর যাতে কাজ পান তা দেখতে হবে। সবার জন্যে স্বাস্থ্যবিমার ব্যবস্থা চালু করতে হবে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বেসরকারিকরণ করা যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি ও কৃষক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের নায্য

১৫ দফা দাবিতে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লি সমাবেশ সফল করার আহ্বান জানান তিনি। এদিন কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক গণেশ চৌধুরী। সঞ্চালক ছিলেন রাজেন্দ্র ঘোষ, উপস্থিত ছিলেন কৃষকসভার নেতা রতন দাস, সুব্রত ভাওয়াল, সাকাউৎ হোসেন, প্রবীর মজুমদার, সাহাদুর খান প্রমুখ। এদিন সারাভারত খেতমজুর ইউনিয়নের পূর্বস্থলী ইউনিয়নের জোনাল কমিটি ভেঙে দুটি লোকাল কমিটি গঠন করা হয়। পূর্বস্থলী ১নং ব্লক কমিটির ২০জনকে নিয়ে সভাপতি হন বিষ্ণুপদ মণ্ডল, সম্পাদক আক্রমণ সেখ। পূর্বস্থলী ২নং ব্লক কমিটির ২১জনকে নিয়ে সভাপতি গঠিত হয় সভাপতি ফখরউদ্দিন মণ্ডল, সম্পাদক রাজেন্দ্র ঘোষ।

নান্দাইয়ে ১০টি তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৭ আগস্ট : বোমা নিষ্ক্রিয়করণের কোনো রকম অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও গ্রামে গিয়ে ১০টি তাজা বোমা উদ্ধার করলেন কয়েকজন পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ার। জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে বোমাগুলি ব্যাগ থেকে বের করে বালতির জলে চুবিয়ে তাঁরা থানায় নিয়ে যান। বোমা স্কোয়াডের দক্ষ লোকজনকে না ডেকে কেন এই অনভিজ্ঞ কর্মীদের দিয়ে বোমা উদ্ধার করানো হল? এর উত্তর মেলেনি কোনো পুলিশ অফিসারের কাছে। কালনা থানার নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েতের আসাননগর গ্রামের জনৈক নীলরতন সরকার জানান, এদিন সকালে উঠেই গ্রামের একটি গলি রাস্তার পাশে একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

তার মধ্যে বেশ কিছু বোমা ছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হলে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে তা এভাবে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

এস.বি.আই গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের গ্রাহক বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ২৯ আগস্ট : আবার প্রকাশ্যে এল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের জালিয়াতির ঘটনা। এবারও ঘটনাস্থল পূর্ব বর্ধমানের মেমারি মূল স্টেট ব্যাঙ্কের শাখা মেমারি নতুন বাসস্ট্যান্ড। মেমারির পরিজাতনগর, আমাদপুর ও মেমারি নিমো ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন কোলেপাড়ার এস.বি.আই অনুমোদিত গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের বিরদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনলেন গ্রাহকরা। প্রতারিত গ্রাহকরা এদিন মেমারি নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মূল ব্যাঙ্কের এস.বি.আই শাখার সামনে বিক্ষোভ দেখায়। লিখিত অভিযোগও এদিন ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছেন গ্রাহকরা। বিক্ষোভের জেরে লাটে ওঠে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অনুমোদিত কোলেপাড়া গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের গ্রাহক সংখ্যা প্রায় দুহাজার। প্রায় ১ কোটি টাকার প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছেন গ্রাহকরা। টাকার পরিমাণ সহ প্রতারিতদের নামের তালিকা এদিন মেমারি এস.বি.আই শাখার ম্যানেজারের হাতে তুলে দেন গ্রাহকরা।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার দেবাশীষ মির্ধা এদিন গ্রাহকদের আশ্বাস দেন। সবিস্তারে তিনি উচ্চ কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। টাকা ফেরত পাবার ব্যবস্থা করা হবে এই আশ্বাস ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছ থেকে মেলার পর বিক্ষোভ তুলে নেন গ্রাহকরা।

লাভ তো দূর, পাট চাষের খরচ উঠছে না

বিশেষ সংবাদদাতা, কালনা, ৩১ আগস্ট : পাট চাষে লাভ তো দূরের কথা, খরচই উঠছে না। মাথায় হাত কৃষকদের। এক কুইন্টাল পাট উৎপাদন করতে কৃষকের ব্যয় হয় সর্বসাকুল্যে চার হাজার টাকা, আর সরকার পাটের সহায়ক মূল্য দিচ্ছে তিন হাজার টাকার একটু বেশি। ফলে কৃষকদের পাট চাষে বিঘাপ্রতি লোকসান তিন থেকে চার হাজার টাকা। তাই কৃষকদের এই চাষে দিন দিন অনীহা জন্মাচ্ছে। তার উপরে প্রকৃতি, আবহাওয়া ও পরিবেশ অনুকূল নয়। কারণ কেরল, তামিলনাড়ু, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড এবং এ রাজ্যের কিছু কিছু জায়গায় ভারি বৃষ্টিপাত হলেও সর্বসাকুল্যে বিশেষ করে পূর্ব বর্ধমানে

তেমনি বৃষ্টি নেই। ফলে এই জেলার নদী নালা জলাশয়গুলি একেবারেই শুকনো। তাই চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কালনা মহকুমা কৃষকরা। কৃষি দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী এই মহকুমার পাঁচ ব্লকে আট হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সময়ে পাট কেটে আমন ধান রোপনের কাজ কৃষকদের শুরু করার কথা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ভারি বৃষ্টির দেখা নেই। ফলে নদীমাত্রিক ও কৃষিপ্রধান কালনা

—এরপর চারের পাতায়

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০১৮

প্রকাশিত হচ্ছে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারের শারদ সংখ্যা সমৃদ্ধ হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত লেখক কবির পাশাপাশি নবীন প্রতিভাবান লেখক-কবিদের রচনায়।

মূল্য : ৫০ টাকা

১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অর্ডার দিন

নতুন চিঠি

৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

আচ্ছে দিনের নমুনা দেখাচ্ছেন বিদেশীদের কাছে!

কথায় বলে টাকার রং কালো। এ যে দেখছি বেজায় গেরো! জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে হু হু করে, আচ্ছে দিনের তেল পুড়ছে কিন্তু রাধা আর নাচছে না! দেশের চার মহানগরে গতকাল আবার প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১১ পয়সা থেকে ১৮ পয়সা বাড়ল। ডিজেলের দাম বাড়লো লিটার প্রতি ৩৪ পয়সা। কেন্দ্রের মোদী সরকার দেশের মানুষের সঙ্গে কি রকম বিশ্বাসঘাতকতা করছে সে কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোরাফেরা করছে ইদানিং। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে ডিজেলের দাম যখন ৭০ ছাড়িয়ে ৮০-র দিকে এগোচ্ছে, তখন আচ্ছে দিনের ফেরিওয়ালা মোদী সরকার একই জ্বালানি আমেরিকা, ইংল্যান্ডের মতো দেশগুলিকে রপ্তানি করছে ৩৪ থেকে ৩৭ টাকায়। মোদীজীর বদান্যতা পাওয়া দেশগুলির মধ্যে রয়েছে ইজরায়েল, জর্ডনের মতো দেশগুলিও। অর্থাৎ দেশের বাজারে মোদী সরকার যে জ্বালানি তেল বিক্রি করছেন জনসাধারণের কাছে ৮০ টাকায় সেই জ্বালানি তেল-ই বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে মাত্র ৩৪ টাকায়। ভারতের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী আচ্ছে দিনের নমুনা দেখাচ্ছেন বিদেশীদের কাছে! বাহ্! একেই বলে সাবাশি!

সি পি আই(এম)-র সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি কেন্দ্রের এই দ্বিচারিতার প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, এই ঘটনা প্রমাণ করছে দেশের মানুষের প্রতি মোদী সরকারের সমবেদনার অভাব, অনীহা ও ঔদাসীন্য। দেশের মানুষের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করে তা ব্যবহার করা হচ্ছে ধান্দার কারবারীদের অনাদায়ী ঋণ মেটাতে অথবা মোদীজীর প্রচারের বিজ্ঞাপনের জন্য।

প্রতিদিন জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় নাভিশ্বাস উঠেছে সাধারণ মানুষের। তাতে কেন্দ্রের সরকারের কোনও হেলদোল নেই। মন্ত্রী থেকে শাসকদলের নেতা-নেত্রীরা ব্যস্ত নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে। অযৌক্তিক সমস্ত যুক্তির ধারাভাষ্য দিয়ে চলেছেন তারা। বোঝা যাচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টে নোটবন্দির ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বিজেপি নেতারা বেশ চাপে আছেন! উল্টোপাল্টা বলতে শুরু করেছেন। গতকাল প্রধানমন্ত্রী মোদী এক সরকারি অনুষ্ঠানে নিজের পক্ষে সাফাই গাইতে অনাদায়ী ঋণ নিয়ে আগের সরকারের এক মনগড়া তথ্য পেশ করে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে আক্রমণ শানিয়েছেন। মন্ত্রীসভার আর এক সদস্য দাবি করেছেন, তাদের সরকার কংগ্রেসের রেখে যাওয়া বিপুল পরিমাণ ঋণ শোধ করছে। এসব দেখে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রের মন্ত্রীরা সবাই একই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। সবাই 'যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা বেটাই চোর' জাতীয় সুরে 'নিজেদের গাফিলতিগুলি' পূর্বতন সরকারের কাজের ফিরিস্তি হিসাবে দেখাতে আগ্রহী। তাতে ২০১৯-এর ভোট বৈতরণী কি পার হওয়া যাবে? জনগণ কী বলছেন! জনগণ তো এসব থেকে নিস্তার চাইছেন।

স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সরব কালনাও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩০ আগস্ট : দেশের বিভিন্ন শহরে সমাজকর্মী গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে সরব হলেন রাজ্য সরকারি কর্মচারি ও শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরাও। ১২ জুলাই কমিটি ও কো-অর্ডিনেশন কমিটির যৌথ উদ্যোগে এদিন সরকারি কর্মচারি, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা কালনা শহরের মধুবনে জমায়েত হন। সেখান থেকে নিজেদের পাঁচ দফা দাবি ও স্বৈরশাসন-এর প্রতিবাদে মিছিল শুরু হয়। শহর পরিক্রমার পর মধুবনেই মিছিল শেষ হয়। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন অনিস কর, উমা ভারতী এবং রাধেশ্যাম দাস প্রমুখ।

এক ডজন প্রশ্ন

১. কমিউনিস্ট নেতা, বিপ্লবী সুবোধ চৌধুরী কবে প্রয়াত হন? জন্ম কোথায়, কত সালে?

২. ক্রিকেট সম্রাট স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান কোথায় কবে জন্মান? মৃত্যু কবে, কিভাবে?

৩. 'গিনেজ বুক অব রেকর্ডস' বইটি প্রথম কে কবে প্রকাশ করেন? কত পাতার বইটা ছিল?

৪. ভারতের শেষ ইংরেজ গভর্নর জেনারেল মাউন্ট ব্যাটেন কবে কোথায় কিভাবে মৃত্যু হয়?

৫. জার্মান মহাকবি ভন গ্যাটে কবে জন্ম? কবে মৃত্যু?

৬. স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কে ছিলেন? তিনি কবে জন্মান?

৭. ভারতে হকির জাদুকর কাকে বলা হয়? তিনি কবে জন্মান? কোন জাতীয় দিবস?

৮. বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত কবে কোথায় জন্মান? কবে তাঁর ফাঁসি হয়?

৯. মহামতি লেনিনকে কে কবে প্রাণনাশের জন্য ২টি গুলি করেছিল?

১০. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কবে কিভাবে শুরু হয়? কবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হয়?

১১. স্টুডেন্টস হেলথ হোম কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

১২. ভিয়েতনামের বিপ্লবী নেতা, রাষ্ট্রনায়ক হো-চি-মিন কবে প্রয়াত হন? তাঁর জন্ম কবে?

(উত্তর শেষের পাতায়)

১ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব শান্তি দিবস

কাজী আবদুল করিম

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানির রাষ্ট্রনায়ক এডলফ্ হিটলারের নির্দেশে জার্মান সৈন্যবাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করে, শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যার শুরু ১৯১৪ সালের ৩ আগস্ট, শেষ হয় ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির ৫০ লক্ষ সৈন্য নিহত হয়। ১ কোটি ১০ লক্ষ সৈন্য আহত হয়, ১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ নিহত এবং ৩ কোটির বেশি মানুষ আহত ও পঙ্গু হয়ে যান। দেশে দেশে দেখা যায় দুর্ভিক্ষ আর মহামারী। ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়করা মিলিত হয়ে যুদ্ধ-বিরোধী সন্ধি প্রস্তাবে সই করেন, যাকে আরমিস্টিস্ সন্ধিচুক্তি বলা হয়। এই চুক্তির মধ্যে দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে।

১৯১৯ সালের ২৮ জুন ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে আবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়করা মিলিত হয়ে একটি শান্তিচুক্তি করেন একে বলা হয় 'ভার্সাই শান্তি চুক্তি'। এই চুক্তিতে জার্মানি এবং তার মিত্র দেশগুলির উপর কয়েকটি শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাদের ১ লক্ষ ৩২ হাজার জার্মানি মুদ্রা (মার্ক) দিতে বাধ্য করা হয়। জার্মানির সৈন্যবাহিনীর শক্তি খর্ব করা এবং জার্মানির কাছ থেকে অনেকগুলি উপনিবেশ কেড়ে নেওয়া হয়। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে জার্মানিতেও প্রচণ্ড সামাজিক অসন্তোষ ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় জার্মানিতে আবির্ভাব ঘটে এডলফ্ হিটলারের। প্রথমে জার্মানির চ্যান্সেলার এবং পরবর্তীতে সেই দেশের প্রেসিডেন্ট হিনডেন বার্গের মৃত্যুর পর জার্মানির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার ফলে তিনি একনায়ক হয়ে ওঠেন। তিনি জার্মান জাতিসত্তাকে জাগিয়ে তুলে ভার্সাই সন্ধি চুক্তিকে নস্যাৎ করতে ইতালির প্রেসিডেন্ট মুসোলিনির সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটার পর একটা আক্রমণ সংগঠিত করে ফ্রান্সের হাত থেকে রাইন প্রদেশ, ভিয়েনা এবং অস্ট্রিয়া অধিকার করে নেন। দখল করেন চেকোশ্লোভাকিয়া। পূর্ব প্রশিয়ার সংযোগপথ 'ওডানজিগ বন্দর দখল করার দাবি জানান পোল্যান্ডের কাছে। পোল্যান্ড তা প্রত্যাখ্যান করায় ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর হিটলারের সৈন্যবাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করে। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স ৩ সেপ্টেম্বর জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং পোল্যান্ডের পাশে দাঁড়ায়। ১৯৩৯ সালের ১৭ নভেম্বর জার্মান সৈন্যবাহিনী প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করে। ১৯৪১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর রাশিয়া আক্রান্ত হয়। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাপান কর্তৃক আমেরিকার নৌবহর অঞ্চল 'পার্ল হার্বার' আক্রমণের ফলে পৃথিবীজুড়ে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। একদিকে মিত্রশক্তি ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, বেনেলাক্স অন্যদিকে অক্ষশক্তি জার্মানি, জাপান, ইতালি। ১৯৪৩ সালে মিত্রশক্তি প্রথম পরাজিত করে ইতালিকে। এরই মধ্যে ১৯৪৩ সালের ২৮ নভেম্বর মিত্রশক্তির রাষ্ট্রনায়করা ইরানের তেহরাণে মিলিত হয়ে বিশ্বশান্তি এবং রাষ্ট্রসংঘ গঠনের বিষয়ে আলোচনা করেন। মিত্রশক্তি একে একে রোম, প্যারিস, মুক্ত করে জার্মানির উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৪৫ সালের ২৫-২৬ এপ্রিল বিশ্বের ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কোতে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে মিলিত হয়। এই সময় একে একে জার্মানির সৈন্যদের পরাজয়ের খবর আসতে থাকায় ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল জার্মানির বার্লিনের এক বাঙ্কারে এডলফ্ হিটলার এবং তাঁর বান্ধবী ইভা ব্রাউন আত্মহত্যা করেন।

১৯৪৫ সালের ৩ মে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী জার্মানির নাৎসীবাহিনীকে পরাজিত করে জার্মানির সংসদভবন রাইখস্টাগে সোভিয়েতের লাল পতাকা উড়িয়ে দেয়। ৯ মে মিত্রশক্তির কাছে অক্ষশক্তি আত্মসমর্পণ করে। জাপান একসময় রাশিয়া, চীন, লাওস, কম্বোডিয়া, কোরিয়া আক্রমণ করে অনেক দেশকেই ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। সেই জাপানের সম্রাট এক সময় হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন—"Desire nothing, untill we win the war", সেই জাপানও আত্মসমর্পণ করতে চেয়ে চিঠি পাঠায় সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট স্টালিনকে। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট কোন আলোচনা ছাড়াই মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারল্ড ট্রুম্যানের নির্দেশে পাইলট মরিস জেপসন আমেরিকার নর্থফিল্ড থেকে যুদ্ধ বিমান 'ইনোলা গে বি-২৯ নিয়ে রাত্রি ২.৩০ মিনিটে যাত্রা করে পৌঁছে যায় জাপানের পাহাড় ঘেরা সাজানো শহর হিরোশিমায়। ২৪০০০ ফুট উঁচু থেকে সকাল ৮.১৫ মিনিটে অ্যাটম বোমা 'লিটল বয়' (৪,৪০০ কিলোগ্রাম ওজন)কে প্যারাসুটের সাহায্যে ফেলা হয়। ১ লক্ষ ৭৪ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে নৃশংসভাবে। তিনদিন পর ৯ আগস্ট রাত্রি ৩.৪৭ মিনিটে হিরোশিমা থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে নাগাসাকিতে ফেলা হয় পরমাণু বোমা 'ফ্যাটম্যান' (ওজন ৪,৬৭০ কেজি)। ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যু হয় ৭৪,০০০ মানুষের। এ্যাটম বোমার এই ভয়াবহ নগ্ন পাশবিক রূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় সমগ্র বিশ্ববাসী। ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট রাশিয়ার কাছে জাপানের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। এর মধ্যে ৮৮ লক্ষ ৬০ হাজার সোভিয়েত লাল ফৌজের মৃত্যু হয়। এই যুদ্ধে জার্মানিরও এক কোটি মানুষ মারা যান। এই যুদ্ধে ১৭০০ শহর ৭০ হাজর গ্রাম এবং ৩১,৮৫০টি শিল্প-কারখানা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধে শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বোমা ফেলেছিল ২০,০৯,২৮৮ টন!

আবার নতুন করে যুদ্ধ শুরু করার চেষ্টা চলছে। মধ্যপ্রাচ্যে তেলের জন্য জলের জন্য যুদ্ধ চলছে। সন্ত্রাসবাদ, রাসায়নিক অস্ত্র, পারমাণবিক অস্ত্র খোঁজার নামে, বিশ্বায়নের জন্য চলছে যুদ্ধ। খ্যাতনামা মার্কিন গবেষক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক তথা প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ্ জেমস্ লুকাস দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে গত ৩০ জুলাই ২০১৮ জানিয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত বিগত সাত দশকে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ ও সামরিক অভিযান চালিয়ে অন্তত তিন কোটি মানুষকে হত্যা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সমগ্র বিশ্বে উদ্বাস্তু হয়েছেন তিন কোটির বেশি মানুষ।

তাই মানবজাতির কাছে দুটি পথ খোলা—'হয় সহমরণ নতুবা সহ অবস্থান'। তাই আমাদের এই বিশ্বশান্তি দিবসে আওয়াজ তুলতে হবে—"কীসের যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ!"

১ সেপ্টেম্বর-এর শপথ

আব্দুস সবুর

সেপ্টেম্বর মাস, যে মাসের পয়লা তারিখে হিটলারের জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। একটানা ছ'টি বছর চলেছিল এই নারকীয় বীভৎসতা। ছ' কোটি মানুষের প্রাণের বিনিময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ সালে। ১৯৪২ সালে হিটলার পুরো সামরিক শক্তি নিয়ে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দু-কোটি সোভিয়েত নাগরিকের রক্তের বিনিময়ে বিশ্বত্রাস ফ্যাসিস্ট হিটলার পরাস্ত হয়ে বাঙ্কারে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়, নাৎসী বাহিনী পরাজিত হয় লাল ফৌজের হাতে। শেষ মুহূর্তে হিটলারের সঙ্গী ছিল তার সঙ্গিনী ইভা ব্রাউন ও প্রিয় কুকুরটি।

হিটলার যখন পরাজিত। জাপানের নাৎসি নেতা তোজো তখন আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভয় দেখানো এবং বিশ্বব্যাপী নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের দুটো শহরে পরমাণু বোমা ফেলেছিল। ৬ আগস্ট হিরোসিমায় ফেলা হয় ইউরেনিয়ামের বোমা। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ যায় ১,৪০,০০০ মানুষের। তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণের ফলে মোট মৃতের সংখ্যা দু লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার। ৯ আগস্ট ফেলা হয় প্লুটোনিয়াম দিয়ে তৈরি বোমা নাগাসাকি শহরে। 'গ্রাউন্ড জিরো'তে মারা যায় আট হাজার পাঁচশো মানুষ। আর বিকিরণের প্রভাবে মৃত্যুর হয় আরো সত্তর হাজার মানুষের। আজও অসংখ্য বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে। এ অপরাধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষমা চায়নি। বরং ওবামা জাপানে গিয়ে বলেছেন, দুটো বোমা ফেলে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

যতকাল বিশ্বে পুঁজির রাজত্ব থাকবে, পুঁজিবাদ থাকবে, ততদিন এখানে নয় ওখানে, এভাবে-নয়-সেভাবে পুঁজির আগ্রাসী তৎপরতা চলতেই থাকবে। শ্রমিকের শ্রমশক্তি শোষণ না করে, নানা উপায়ে সম্পদ লুণ্ঠন না করে পুঁজিবাদ টিকতে পারে না। বড় হতে পারে না। পুঁজিবাদ থেকেই সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ থেকেই ফ্যাসিবাদের জন্ম। আজকের দুনিয়াব্যাপী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী তৎপরতা, যার ফল আমরাও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, তার থেকেই যুদ্ধ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা তৈরি হচ্ছে। ভারতের 'ডিজিটাল' প্রধানমন্ত্রী তো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কোলে দোল খাচ্ছেন। কত দেশ আজও যুদ্ধবিধ্বস্ত। কত সরকার উৎখাতে এরা সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থা, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, মদত জোগাচ্ছে! যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মানে পুঁজিবাদ উৎখাতের লড়াই। বিশ্বশান্তির জন্য সংগ্রাম মানে নয়া উদারবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং আমাদের দেশের ভেতরের মার্কিনমুখী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথ নেওয়ার সংগ্রাম।

মানুষের একতা বাড়ানোর সংগ্রাম, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের একজোট করে পুঁজিবাদ উৎখাত ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অবিচ্ছিন্ন। আজ জার্মান ফ্যাসিস্টরা নেই। আজ আছে আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির দাপট, আর তার রাজনৈতিক নেতা হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। আজ সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই। সুতরাং, গোটা বিশ্বের যুদ্ধবিরোধী ও শান্তিকামী জনগণকে আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে। নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদের সখা, সহচর ও অনুচরদের বিরুদ্ধে এবং শান্তি-সম্প্রীতি-স্বনির্ভরতা-জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় সংহতির পক্ষে সংগ্রামের ডাক এসেছে তাই শ্রমজীবী মানুষকে নামতে হবে পথে একসাথে।

যামিনীকান্তের চোখে...

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

যামিনীকান্তের তখনো ঘোর কাটেনি। অশক্ত শরীরটাকে, ওই দয়ালু অফিসারের হাত ধরে, কোনো মতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে জেলারের অফিস ঘরের বাইরে একটা বেঞ্চিতে নিয়ে ফেললেন। "মেশোমশাই আপনি এখানে একটু বসুন, আপনার কাগজপত্র সব খতিয়ে দেখে আপনার থাকার ব্যবস্থা হবে। ওসব আমি দেখছি, যাতে বেশি দেরি না হয়।" দু'তিন মিনিট পরে সেই সাব-জেলার আবার জেলারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, "আজ জেলে কোর্ট থেকে চালান হয়ে এসেছে মোট ছ'জন। লঘু পাপে গুরুদণ্ড এক আপনারই। জেলার সাহেবকে আমি আপনার পরিচয় এবং আমার সাথে আপনার আত্মীয়তার কথা বলে তাঁর কাছে সহৃদয় ঘরোয়া ব্যবস্থার আবেদন জানিয়েছি। অন্য অপরাধীদের আগে যথাস্থানে পাঠিয়ে, আপনার কেসটা উনি ধরবেন। ফলে খানিকটা সময় লাগবে। আমার আর্দালিকে আমার কোয়ার্টারে পাঠিয়েছি। প্রথমে সামান্য চা, বিস্কুট খেয়ে নেবেন। একটু মনের জোর পাবেন। তারপর একটু পাউরুটি আর গরম দুধ।"

যামিনীকান্ত এবার খপ করে, সাহস ভরে, সাব-জেলারের হাতটা ধরে ফেললেন। আঁধারে আলোর দেখা পেলেন যেন। "তুমি কি বাবা, সত্যবালা দিদির সেই একমাত্র মেধাবী ছেলে, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, ডাকনাম দীপু? তোমার বাবার নাম সুদর্শন? কোলকাতায় সিন্ধিয়া ভীম নেভিগেশন কোম্পানির অফিসার ছিলেন? তোমরা বালিগঞ্জের পুরানো পাড়ায় থাকতে?"

"হাঃ হাঃ হাঃ, মেশোমশাই আপনার স্মৃতি দেখছি ইস্পাতের মতো ঝক্‌ঝকে, অমলিন।" আবিষ্কারের আনন্দে সাব-জেলার দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের হাসিটা বোধহয় অট্টহাসি হয়ে গেছিল। তার প্রলম্বিত অনুরণনে আকৃষ্ট হয়ে জেলার 'শুদ্ধোদন বটব্যাল' ঘর ছেড়ে ছুটে বাইরে এলেন। দীপু বলল "স্যার, আমি লজ্জিত। আমার আবেগ সামলাতে পারিনি। মাফ করবেন।" মুচকি হেসে জেলার আবার ভিতরে গেলেন।

ইতিমধ্যে কানে কানে খবর পৌঁছে গিয়েছে জেলের প্রতিটি কোণায়। দিলীপ স্যারের এক আত্মীয় এসেছে জেলে। পায়ে পায়ে সব লোক, বেশিরভাগ জেল কর্মচারী, যামিনাকান্তকে ঘিরে দেখতে এসেছে। চা, জেলের কয়েদিদের তৈরি 'নানখাট্টাই বিস্কুট', দুধ, পাউরুটি নিয়ে তারা যামিনাকান্তকে খেতে দিয়েছে।

এত খাতির দেখে এবার যামিনীকান্ত মিটি মিটি করে হাসতে লাগলেন। প্রথমে দুধ-পাউরুটি খেয়ে জঠরের আগুন নেভালেন, তারপর বেশ আয়েস করে চা-এ চুমুক দিলেন, আবার সেই মিটিমিটি হাসি। সেই মজার গল্পটা মনে পড়েছে। "চাকরি-বাকরির বাজার খুব খারাপ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বাংলার এম.এ. চিড়িয়াখানায় ভালুক সাজার চাকরি পেয়েছে। দিনমানে ভালুকের পোষাক পরে খাঁচার মধ্যে ভালুক সেজে ঘুরে বেড়াতে হবে। সাঁকালু ইত্যাদি ফল-মূল দিয়ে গেছে খাঁচায়। ভালুকের খাবার। এমন সময় সেখানে উপস্থিত একটা বাঘ। ভালুকের তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে সে। বাঘ ধীরে ধীরে নিকটে এসে ফিস্‌ফিস্ করে মানুষের গলায় বলে উঠল, 'ভয় পাবেন না। আমি ইংরিজিতে এম.এ। আমাকে কাঁচা মাংস দেয়, গরুর। প্রায় না খেয়েই থাকি দিনমানে। উপরন্তু গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত। আপনি পেছনের ঘরটায় ফল-মূলগুলো নিয়ে আসুন। দু'জনায় যুত করে খাই।"

যামিনীকান্ত হাসছেন তো হাসছেনই। জেলখানা তো চিড়িয়াখানাই। এই মানুষগুলি যামিনীকান্তরূপী আজব প্রাণীটিকে দেখতে সমাগত। গল্পের সাথে ফারাক এটুকুই যে যামিনীকান্তের শরীরে বাঘ-ভালুকের পোষাক নেই। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হ'তে চলল। ক'টা বাজে? পাঁচটা? ছ'টা? যামিনীকান্তের হাতে তো আর ঘড়ি নেই। অপেক্ষা করতে করতে যখন ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে পড়ার জোগাড়, তখন দীপু হাতে দুটো পোটলা নিয়ে বেরিয়ে এল। "চলুন মেসোমশাই, এখন যাব আমার কোয়ার্টারে।"

যামিনীকান্ত দীপুর অনুগামী হলেন। জেলারের অফিস থেকে দুশো পা হেঁটে যেতে যামিনীকান্ত অনুভব করলেন, যেন দু'ক্রোশ পথ অতিক্রম করেছেন তিনি।

দীপুর বাইরের ঘরে একটা চেয়ার, একটা তক্তপোশ তোষক আর 'ফুল-ফুল ছাপ' একটা চাদরে ঢাকা। সেটা পেরিয়েই একটা স্নানঘর। দীপুই সেখানে পৌঁছে দিল। "মেশোমশাই সাবান-গামছা সব সাজিয়েই রেখেছি অরুণিমা, আমার স্ত্রী। কাঠের আলনাতে একটা গেঞ্জি আর একটা ধুতি আছে বাবার। ভালো করে চান করে আপনার পরণের পোষাক চানের ঘরের এক কোণে ছেড়ে রাখবেন। আমাদের লোক কেচে রাখবে। দাড়ি কামানোর সেফটি রেজারে একটা নতুন সেভেন-ও-ক্লক ব্লেড লাগিয়ে রেখেছি। বাটিতে লাগানো গোডরেজের দাড়ি কামানোর সাবান আর দাড়ি কামানোর ব্রাশ আছে আয়নার ঠিক নীচে র‍্যাকে। ওখানে টুথ-ব্রাশ আছে। দাঁত মাজার পাউডার আছে। সব আপনার জন্য আনিয়েছি। কোন সঙ্কোচ করবেন না। আপনি আগে ধরা-চূড়ো পাল্টান। তারপর ধীরে সুস্থে বাকি কথা।"

দিনকাল পাল্টেছে। দক্ষিণেশ্বরে উদ্বাস্তু শিবিরে থাকাকালীন যামিনীকান্ত জানতেও পারেননি স্নানঘর-বাথরুম কাকে বলে। সত্যি বলতে কি, ঢাকা রমনা ময়দানের সন্নিকটে তার যে বিশাল বসতবাটী, তার দুটো বাথরুমে টিউওয়েল থেকে তোলা জল বালতিতে ধরে রাখা হতো। পাশাপাশি দু'টো পায়খানা। টিনের দরজা, ছিটকিনি। চার-ছ'খানা সিঁড়ি ওপরে। দু'টো পাদানি। তাতে বসে মল-মূত্র ত্যাগ। সরাসরি নেমে যেত ছিদ্র দিয়ে নীচে রাখা বড় বড় মাটির গামলায়। পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা সত্যিই বড় আদিম ও অমানবিক ছিল। ঢাকা শহরে একটা পুরব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু হাতে টানা, চাকা লাগানো ট্যাঙ্কে, যেখানে সেই গামলার মল ঢেলে বিভিন্ন বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যেত মেথরেরা, তখন সেখানে দুর্গন্ধে টেকা দায়।

যামিনীকান্ত মনুষ্যত্বের এই অপমান সইতে পারেননি। কোনও এক মামলার সূত্রে তার সাথে পরিচয় হয়েছিল রাজমিস্ত্রী মণিরুজ্জামানের। 'মণি' তখন ভাল কাজের জন্য পুরো ঢাকা শহরে বিখ্যাত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা জজের কোর্ট এ'রকম বাড়িগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের কাজ হতো তাঁর হেফাজতে। 'মণি'কে ডেকে পাঠিয়ে যামিনীকান্ত ওই আদিম 'মল নিষ্কাশন' ব্যবস্থা থেকে অব্যাহতি চাইলেন। 'মণি' তাকে বলল "আজকাল স্কুল-কলেজ- হাসপাতালে সেফটিক ট্যাঙ্ক সিস্টেম চালু হয়েছে। আপনার কোর্টেও তো বেশ কয়েকটা তৈরি হ'ল। জজের কোয়ার্টারেও। আমি সাব-অ্যাসিসট্যান্ট- ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে দিয়ে একটা নকশা করিয়ে এনে আপনাকে খরচ-খরচা ইত্যাদি বুঝিয়ে দেব। সপ্তাহখানেক বাদে মণি মিস্ত্রী একটা তুঁতে রঙের কাগজে নীল কলমে আঁকিবুকি কাটা একটা নকশা নিয়ে এসে হাজির কোর্ট বন্ধের দিন এক রবিবার। সে নকশাটাকে যামিনীকান্তের বৈঠকখানার টেবিলে মেলে ধরে বুঝিয়ে দিলেন যে মাটিতে চার-পাঁচ ফুট পরিমাণ চৌকো গর্ত খোঁড়া হবে। চওড়ায় ছ'ফুট, লম্বায় প্রায় বারো ফুট। তাতে প্রথমে মেঝে ঢালাই হবে। তারপর দশ ইঞ্চি ইটের দেয়াল উঠবে চারপাশে। প্রথম প্রকোষ্ঠে লোহার পাইপে এসে পড়বে মলমূত্র। ওই প্রকোষ্ঠেই একটা ঝাঝড়ি দেওয়া লোহার পাইপ ওপরে উঠে যাবে। গ্যাস পাইপ। ওটা থেকে একটা নীচু পাঁচিল, ওপরের প্রায় দু'ফুট খালি রেখে, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের সাথে যুক্ত হবে। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের শেষে একটা নল আর একটি কিছু দূরে থাকা গর্তে গিয়ে পড়বে। এটিকে বলা হয় 'সোক পিট'। ইট, পাটকেল, বালি ভর্তি। এটা থেকে ময়লা জল মাটির নীচে মিশে যায়। মাটির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে যাবার সাথে সাথে খানিকটা শোধনও ঘটে যায়। প্রকোষ্ঠগুলির ওপরে ঢালাই করা থাকে। লোহার ঢাকনা থাকে দু'টি, প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের একটি করে, প্রয়োজনে ঢাকনা খুলে পরিষ্কার করার জন্য। তবে তেমন প্রয়োজন হয়তো ১০-১৫-২০ বছরে একবার, কেমন ব্যবহার হয় তার ওপর।

যামিনীকান্ত বানিয়েছিলেন সেই সেপটিক ট্যাঙ্ক। বসে পায়খানা করার প্যান। হাতের কাছে কল। ডিপ টিউবওয়েলের জল। মাথার ওপরে একটা লোহার ট্যাঙ্কে জল। একটা হাতলওয়ালা শেকল ধরে টানলে হুড়-হুড় করে ট্যাঙ্কের জল এসে প্যানের সব ময়লা প্যানের গর্ত দিয়ে নীচে ঠেলে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়। বিজ্ঞান এই একটি ক্ষেত্রে যামিনীকান্তকে দারুণ স্বস্তি দিয়েছিলো। যাক্ সে কথা। কিন্তু দীপুর কোয়ার্টারের এই স্নানঘর, পায়খানা আরো উন্নত। বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে তো ইতিমধ্যে। (ক্রমশঃ)

১ সেপ্টেম্বর কবিতা

অরুণ মজুমদার

সহস্র সূর্যের মারণ উদ্ভাষ
এখনো কলুষ বহায়
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র থেকে
নেভাদায় নাগাসাকি কিংবা হিরোসিমায়

এখনো মৃত্যুর বহরে সামিল
অযুত নিযুত মানব মানবী
আদিম জঠর জ্বালায়
সন্তান সন্ততি নিয়ে বিশ্বে মহাবিশ্বে।

তবুও আস্ফালন সভ্যতার মেকী মুখোশে
দুনিয়ার তাবৎ শাসক ধুরন্ধর দল
মানুষের উপকারেই নাকি একে ফরটি সেভেন
থেকে মিগ রাফাল কিংবা আণবিক নিরামিষ বোম্বার

তবুও মানুষ লড়ে অর্বুদ পায়ের সারিতে
এখানে ওখানে মানবাত্মার পদদলিত
সত্ত্বার উদ্ধারে, বর্ধমানে টিউনিশিয়ায়
সিরিয়া কি লেবাননে নবনব মানবিক আয়ুধ সাজিয়ে

বিশ্বের নীলাকাশে উড়ে উড়ে
ক্লান্ত পারাবত
প্রশ্ন জাগে আর কত উড়লে পরে
শান্তি নিশ্চিত হবে।

প্রয়াত দিলীপ দুবেকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ আগস্ট : প্রয়াত দিলীপ দুবেকে স্মরণ করলেন বর্ধমানের মানুষ। নেতৃবৃন্দ তাঁর স্মৃতিচারণা করে বললেন, মানুষকে বামপন্থী মতাদর্শের মধ্যে আনতে হবে, যে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন সদ্যপ্রয়াত দিলীপ দুবে। এদিন বর্ধমান শহর-১ এবং ২নং এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বর্ধমান টাউন হলে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে তাঁর প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) নেতা মদন ঘোষ, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, আভাস রায়চৌধুরি, অরিন্দম কোঙারসহ অন্যান্যরা। গণসংগঠনগুলির পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সারাদিন বর্ষার দুর্যোগ থাকা সত্ত্বেও প্রচুর মানুষ এসেছিলেন টাউনহলে, হল উপচে প্রাঙ্গণ ভরে গিয়েছিল। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন অধিক্রম সান্যাল। প্রয়াত নেতা দিলীপ দুবের লেখা বই 'এক নিরপরাধের আত্মকথন' প্রকাশ করেন মদন ঘোষ। স্মৃতিচারণায় তিনি বলেন, খুব সহজেই মানুষকে আপন করে নেবার সহজাত ক্ষমতা ছিল তাঁর। মারণ রোগ ক্যানসারে আক্রান্ত হলেও রাজ্যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের জন্য তিনি লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন শেষ দিন পর্যন্ত। এছাড়া স্মৃতিচারণা করেন অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক। স্মরণসভা বর্ধমান টাউনহলে হয়।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ২৭ আগস্ট : ডি.ওয়াই.এফ.আই, এস.এফ.আই, মহিলা সমিতির যৌথ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মেমারি চকদিঘি মোড়ে সকাল ৯টা থেকে সারাদিন ব্যাপী ৮টি বিভাগে এই প্রতিযোগিতা চলে। অঙ্কন, ক্যুইজ, নৃত্য, মনে রাখা, আবৃত্তি, মোমবাতি প্রজ্জ্বলন, শঙ্খধ্বনি, মিউজিক বল, ৮টা বিভাগের প্রতিযোগিতার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন স্কুলের সাড়ে তিনশো ছাত্র-ছাত্রী। বিকালে আলোচনাসভার আগে ১ থেকে ৬নং ওয়ার্ডের ৩৭জন মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের ৭৫ শতাংশ নম্বর প্রাপ্তদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়া আরো দুটি বিশেষ পুরস্কারে সংবর্ধনা দেওয়া হয় বৃষ্টি মুখার্জী ও দিগন্তিকা বসুকে। বিকেল ৫টা আলোচনাসভার বিষয় 'বিশ্ব উষ্ণায়ন'। আলোচক ছিলেন কালনা কলেজের অধ্যক্ষ তাপস সামন্ত। তিনি বিশ্ব উষ্ণায়নের ক্ষতির প্রভাব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন হতে বলেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়িকা সন্ধ্যা ভট্টাচার্য, উপস্থিত ছিলেন এস.এফ.আই-এর জেলা সম্পাদক অনির্বাণ রায়চৌধুরী। আলোচনা শেষে সঙ্গীত পরিবেশন হয়। অনুষ্ঠানে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়।

কেরল ও গণশক্তির জন্য দান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২ সেপ্টেম্বর : বিশিষ্ট সিপিআই(এম) দরদী ও কাকলি গায়েন-এর মা রানীশ্রী রায় তাঁর প্রাপ্য পারিবারিক পেনশন-এর অংশ থেকে কেরল-এর বন্যাদুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে ২০০০ টাকা ও গণশক্তি তহবিলের জন্য ২০০০ টাকা দিয়েছেন। এই অর্থ তিনি সিপিআই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটির দপ্তরে মহিলা নেত্রী গৌরী ব্যানার্জীর হাতে পাঠিয়ে দেন।

এক ঘন্টাতে সংগ্রহ সাড়ে বারো হাজার টাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ২৮ আগস্ট : বামকর্মীরা অর্থ সংগ্রহে নেমে মাত্র এক ঘন্টাতেই পেলেন সাড়ে বারো হাজার টাকা। কেরলের বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য অর্থসংগ্রহে নেমে বাম কর্মীরা সাধারণ মানুষের সাড়া পেয়ে অভিভূত। তাঁরা বলেন, বর্তমান সময়ে এইভাবে সাড়া মিলবে আমরা কল্পনার মধ্যেই আনতে পারিনি। সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের ভাবনাকেই বদলে দিয়েছেন। এদিন অর্থসংগ্রহে অংশগ্রহণ করেন প্রাক্তন বাম বিধায়ক চৌধুরী মহম্মদ হেদায়তুল্লাহ, ওসমান গনি সরকার, মদন রায়, ধনঞ্জয় সামন্ত, হামিদ সেখ, রুবেন রায় প্রমুখ।

দেনার দায়ে কৃষক আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ সেপ্টেম্বর : ঋণের জালে ফেঁসে বিষপান করে কালনার আর এক কৃষক আত্মঘাতী হলেন। মৃত শ্যামল দাস (৪৭)-এর বাড়ি কালনা থানার হাটকালনা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোয়ালডাঙ্গা গ্রামে। কালনা মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়। মৃতের স্ত্রী চায়না দাস জানান, তাঁদের নিজস্ব জমি মাত্র আড়াই বিঘা। আরো কিছু জমি ঠিকা বা ভাগে চাষ করতেন তাঁর স্বামী। চাষ করে লাভ না হওয়ায় প্রতি বছর তাদের দেনা বেড়েই যাচ্ছিল। গত মরশুমে পেঁয়াজের চারা তৈরি করে বিক্রি না হওয়ায় লোকসান আরো বেড়ে যায়। তিনি এবার জমিতে পাট লাগিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন ঋণের ভার কিছুটা কমানো যাবে। কিন্তু পাটচাষে তো লাভ হবেই না, বরং এই চাষে বিঘা প্রতি তিন থেকে চার হাজার টাকা লোকসান দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অতএব পরবর্তী চাষ করতে গেলে আরো ঋণ বৃদ্ধি পাবে এটা আমার স্বামী বুঝে গিয়ে রাত্রিতে কয়েক দিন থেকেই ঘুমাতেন না। শুধুই বলতেন ঋণ কি করে শোধ করবো? একমাত্র আট বছরের ছেলে সৌভিকের ভবিষ্যৎ কি হবে? আমরা কি করে বাঁচবো? এই সব চিন্তা করতে করতেই নিজেকে আর সামাল দিতে পারেনি মানুষটা। কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। তারপরই বাড়িতে খবর আসে উনি বিষপান করেছেন। পাড়ার লোকজনই তাঁকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। কালনা মহকুমার এক সরকারি আধিকারিক জানান, আমরা বিষয়টি তদন্ত করবো। সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষের বক্তব্য, সমস্ত উন্নত দেশগুলি কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি ও সস্তায় কৃষককে ঋণ দেয়। ফসলের দাম না পেলে কৃষকরা কৃষিক্ষেত্রে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবেন, নিরাশ হবেন। ২০০১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত এই দশ বছরে এগারো লক্ষ কৃষক কৃষি জমি হারিয়ে খেতমজুর বা অসংগঠিত শ্রমিকে পরিণত হয়েছেন। উদারিকরণের নীতি পরিবর্তন না করলে শুধু কৃষক বা কৃষিক্ষেত্রেই নয়, বিপদাপন্ন হবে সমস্ত মানুষের জীবনই। তাই উদারনীতির সংগ্রাম ছাড়া কৃষি রক্ষার সংগ্রাম সফল হবে না। কৃষিভিত্তিকে সম্প্রসারিত করে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়েই মানুষকে এই কাজে নামতে হবে।

হতাশায় বিষপান করে স্বদেশী সাঁতরা (৬৫) নামের এক খেতমজুর। কালনা থানার সিমলন গ্রামের এই খেতমজুরকে প্রথমে মধুপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় পরদিন ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। পেটের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন বলে রটিয়ে দেওয়া হলেও প্রতিবেশীদের অনেকেই তা মানতে চাননি। তাঁদের দাবি মাঠেঘাটে কাজ না থাকার কারণে বেশ কিছুদিন থেকেই তিনি অর্থাভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন। সেটাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

কৃষির দুরাবস্থার কারণে কৃষিজীবী স্বামীর কাজ নেই, একমাত্র শিক্ষিত ছেলে বিবাহিত হলেও বেকার। নুন আনতে পান্তা ফুরানো সংসারে কলহ পিছু ছাড়ছে না। বোনের এইরকম পরিবারে শান্তি লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। তাই আমার বোন আত্মঘাতী হয়েছে। কালনা মহকুমা হাসপাতালে বোনের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করতে এসে বললেন দাদা সুশান্ত মণ্ডল। বাড়ি হুগলির বলাগড় থানার কুবরা গ্রামে। তিনি জানান, বোন পুষ্প মণ্ডল (৪৫) বিয়ে হয়েছিল কালনা থানার পিন্ডিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোটপাতা গ্রামে। সংসারে চরম অভাব ও তার জেরে পারিবারিক কলহে গলায় দড়ি দেয়। সকালে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কালনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রয়াত সমাজকর্মী মধুসূদন ব্যানার্জী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : প্রয়াত হলেন মধুসূদন ব্যানার্জী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। বাবা নীলকমল ব্যানার্জীর বাড়িটির নাম 'কেরানি বাড়ি'। ও বাড়িতেই বর্ধমানের গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি গঠিত হয়েছিল। মধুসূদন ব্যানার্জী বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মচারি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন অনেকদিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কোর্ট'-এর সদস্য ছিলেন। অবসরের পর শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির সঙ্গে যুক্ত হোন। কোষাধ্যক্ষ হিসাবে যুক্ত ছিলেন আমৃত্যু। মৃদুভাষী সদা হাস্যমুখ মধুদা খুবই প্রিয় মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। অকৃতদার মধুদা শেষ বয়সে কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সিপিআই(এম)-এর একনিষ্ঠ এই কর্মীর

দেহ রক্তপতাকায় ঢেকে দেন অচিন্ত্য মল্লিক। শেষ শ্রদ্ধা জানান অমল হালদার, তাপস সরকার, নজরুল ইসলাম, তরুণ রায়, গৌরী ব্যানার্জী, অশোক ব্যানার্জী, ধীরেন সুর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বর্ধমানে নির্মল ঝিল শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

পাট চাষের খরচ উঠছে না

—প্রথম পাতার পর

মহকুমার নদী-নালা জলাশয়গুলির জলস্তর ভরা ভাদুরেতেও তলানিতে রয়েছে। পাট জাঁক দেওয়ার জলের অভাবে সব কৃষক মাঠের পাট কাটতেই পারেননি তাই আমন ধান রোপন অনেক কৃষকেরই এ মরশুমে বন্ধ হয়ে গেল। তাই পাটের পাশাপাশি আমন চাষ নিয়েও চরম সংকটে কালনার কৃষকরা। পূর্বস্থলী-১ ব্লকের নপাড়া গ্রামের কৃষক কিংশুক তা জানান, চাষে লোকসান করতে করতে আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। জানি না এইভাবে এই পেশায় আর কতদিন টিকে থাকা যাবে? কালনা-১ ব্লকের নিভুজিবাজার এলাকার কৃষক হাজী জমাত মোল্লা জানান, একে তো পাটের দাম নেই। তার ওপরে বেহুলা নদীতে জল না থাকায় পাটের জাঁক দিতে চরম বিপাকে পড়তে হচ্ছে। কাদা জলে পাট জাঁক দেওয়ার কারণে পাটের উৎকর্ষতা কমে যাচ্ছে, ফলে দাম পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে জমি থেকে পাট নদীতে ফেলতে ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। লোকসান এখন আমাদের শাঁকের করাতের মতো কাটছে। কালনার কৃষক নেতা মহম্মদ আলী জানান, আমরা পাটের দাম ছয় হাজার টাকা কুইন্টাল দাবি করেছি। দাবি করেছি পাট উৎপাদন এলাকাগুলিতে ক্রয়কেন্দ্র খুলে পাট সরকারকে সরাসরি কিনতে হবে। আমাদের সবথেকে বড় দাবি হচ্ছে খাদ্যদ্রব্যে প্লাস্টিকের বস্তা ব্যবহার করে শ্রমনিবিড় পাট শিল্পকে ধ্বংস করা চলবে না।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি শঙ্কর বাগদী পিতা প্রয়াত অনিল বাগদি, গ্রাম কাশীপুর পোঃ ঝাইডাঙ্গা থানা পূর্বস্থলী জেলা পূর্ব বর্ধমান। ২৮ আগস্ট ২০১৮ কালনা সাব-ডিভিশনার ম্যাজিস্ট্রেট কালনার নিকট এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম শঙ্কর বাগদী। কিন্তু হাল পরচায় শঙ্কর বাগ পিতা প্রয়াত অনিল বাগ নথিভুক্ত হয়েছে। শঙ্কর বাগদি পিতা প্রয়াত অনিল বাগদি ও শঙ্কর বাগ ও পিতা প্রয়াত অনিল বাগ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

প্রকাশিত হয়েছে প্রয়াত
দিলীপ দুবে-র গ্রন্থ
'এক নিরপরাধের আত্মকথন'
বর্ধমানের '৬০-'৭০-এর উত্তাল ঝোড়ো হাওয়ার পূর্ণাঙ্গ বিবরণে সমৃদ্ধ এই পুস্তকের মূল্য মাত্র ২৫০ টাকা।
পাওয়া যাচ্ছে :
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ-র সবকটি শাখায় ও নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তরে

জেলা জুড়ে শহিদ স্মরণে জনসভা

—প্রথম পাতার পর

চলেছে। ঋণের ভার সহ্য করতে না পেরে লক্ষ লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই চাষের কাজে আর যুক্ত হতে চাইছে না কৃষকদের ছেলেরা। তারা আজ শিক্ষক হতে চায়। ৭ বছরে মমতা ব্যানার্জীর সরকার কৃষকদের পাশে নেই। বিজেপির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আবার একটা ভয়ংকর বিপদ আসছে আমাদের সামনে। অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াবো। সমস্ত কলোনির মধ্যে দুঃশ্চিন্তা বেড়েছে, ৪০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ গেছে। বিজেপি সরকার মানুষে মানুষে জাতপাতের বিভেদ সৃষ্টি করে দাঙ্গা লাগানোর পথে হাঁটছে। এর মধ্যে দেশে ৪২টা দাঙ্গা হয়ে গেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য, কলেজগুলোতে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে। চলছে তোলাবাজি। কোন কাজ হবে না। টাকা দিলে আপনার সব কাজ হবে। যুবকদের চাকরি নিয়ে চলছে প্রতারণা। সভায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পশ্চিম এরিয়া কমিটির কৃষক সভার সভাপতি জয়দেব ঘোষ।

যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল '৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহিদ স্মরণ দিবস। গোটা রাজ্যের সাথে এদিন বর্ধমান শহরের সাবেক মান্ডেলা পার্কের সামনে শহিদ স্মরণসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কালিশঙ্কর পাল। নীরবতা পালন, শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে এখানে শহিদ স্মরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, গৌরী ব্যানার্জী, নজরুল ইসলাম, তরুণ রায় প্রমুখ।

শাসকশ্রেণির হাতে তথা তৃণমূল-বিজেপিদের হাতে নিহত সমস্ত শহিদদের স্মরণ করলেন গুসকরার কৃষক আন্দোলনের লড়াকু মানুষ। সারা ভারত কৃষকসভা গুসকরা পূর্ব এরিয়া কমিটির উদ্যোগে স্টেশন চত্বরে এই প্রতিবাদসভায় শ্রমজীবী প্রতিবাদী মানুষের উপর সেদিনের মতো আজও অত্যাচার, নিপীড়ন, খুন-জখম নামিয়ে আনা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষকে আরো ঐক্যবদ্ধ করে নিজেদের রুজিরুটির দাবি আদায়ে সকলকে সোচ্চার হবার আহ্বান জানিয়ে কৃষক নেতা আলমগীর মণ্ডল, রবীন টুডু বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন নারায়ণ ঘোষ।

কালনা মহকুমার চার জায়গায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিপিআই(এম)-এর মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে কুসুমগ্রামে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন— উদয় সরকার, চৌধুরী মহম্মদ হেদায়েতুল্লা, ওসমান গনি সরকার প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন হামিদ সেখ। কালনা-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় মধপুর বাসস্ট্যান্ডে। সুকুল শিকদারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন—তাপস চ্যাটার্জী, মধুসূদন সিংহরায় প্রমুখ। কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে সভাটি হয় বৈদ্যপুরে। প্রবীণ নেতা করুণা ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে বক্তব্য পেশ করেন বীরেন ঘোষ, তপন মুখার্জী, মহম্মদ আলী প্রমুখ। কালনা শহর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে দাঁতনকাঠি তলায় অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী, কেশব ঘোষ, স্বপন ব্যানার্জী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন প্রবীণ শিক্ষক নেতা বীরেন বসুমল্লিক। শহিদদের স্মরণ করতে গিয়ে বক্তারা বলেন—১৯৫৯ সালে গরিব মানুষ পেটের জন্য লড়াই করে শহিদ হয়েছিলেন। আর সেই প্রেক্ষাপট থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গরিব মানুষের অধিকার ও সম্মান। আর সেই অধিকার ও সম্মান কেড়ে নিচ্ছে বর্তমান সরকার। মানুষের কাজ নেই, শিক্ষা নেই, আইনের শাসন নেই। শুধু দু টাকা কেজি চাল নাও, অচল সাইকেল নাও। কিন্তু অধিকারের কথা বলো না, সম্মানগিরি দেখিও না। আমাদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবে না। স্বাধীনতার কথা কেউ মুখে আনবে না। অন্যদিকে গোটা ভারতের এই চরম সংকট। গো-রক্ষার নামে সংখ্যালঘু ও দলিতদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। এই সম্প্রীতির বাংলাতেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে হিন্দু মুসলিমের সৌভ্রাতৃত্বের ফাটল ধরানো হচ্ছে। কেন্দ্রে দাদা ও রাজ্যে দিদি পারস্পরিক সহযোগিতায় বাংলাকে লুঠতে চাইছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ভয়কে জয় করে সার্বিক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। বাংলা জুড়ে জাঠা কর্মসূচি সফল করে তুলতে হবে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১) ১৯৭২ সালের ২৬ আগস্ট, জন্ম কাটোয়ার অগ্রদ্বীপে, ১৯১৪ সাল। ২) ১৯০৮ সালের ২৭ আগস্ট, অস্ট্রেলিয়ার নিউসাউথের কোটামুদ্রায়, মৃত্যু ২৫.২.২০০১ ঘুমের মধ্যে। ৩) স্যার হিউ বীভার, ১৯৫৫ সালের ২৭ আগস্ট, ১৯৮ পাতা। ৪) ১৯৭৯ সালের ২৭ আগস্ট, আয়ারল্যান্ডে বোমা বিস্ফোরণে। ৫) ১৭৪৯ সালের ২৮ আগস্ট, মৃত্যু ২২.৩.১৮৩২। ৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়দিদি, ১৮৫৬ সালের ২৮ আগস্ট। ৭) ধ্যান চাঁদকে ১৯০৫ সালের ২৯ আগস্ট, জাতীয় ক্রীড়া দিবস। ৮) ১৮৮৮ সালের ৩০ আগস্ট, ফাঁসি ১৯০৮ সালের ১০ নভেম্বর। ৯) ফ্যানি কাপলান নামে এক মহিলা। ১৯১৮ সালের ৩১ আগস্ট। ১০) ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর, হিটলারের নির্দেশে জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে। ৯.৫.১৯৪৫। ১১) ১৯৫২ সালের ২ সেপ্টেম্বর। ১২) ১৯৬৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর, জন্ম ১৯.৫.১৮৯০।

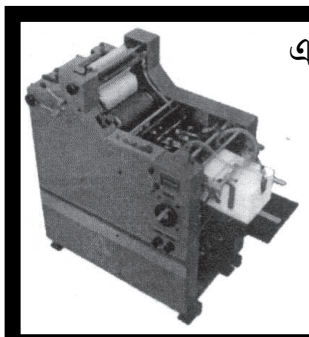

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

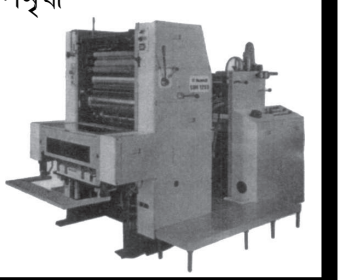

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা